রাখালে বলে ডাকিয়া, 'নাচ আমারে ঘিরিয়া,
ফুকারিয়া গোপালে দে হাঁক।
আবাধ্বনি ক'রে ক'রে, সবে ফুকারে ফুকারে,
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ বলে ডাক্"।।
শুনিয়া রাখাল সবে, কৃষ্ণ বলে উচ্চরবে,
নৃত্য করে ঠাকুরে ঘিরিয়া।
গোধনের মুখ উচ্চ, উচ্চ কর্ণ উচ্চ পুচ্ছ,
নৃত্য করে নাচিয়া ধাইয়া।।
কখন বা নিজালয়, কখন মাতুলালয়,
করিতেন গোষ্ঠ গোচারণ।
গোষ্ঠেতে দেখিলে সর্প, করিতেন ঘোর দর্প,
ধেয়ে গিয়ে করিত ধারণ।।
দেখি ঠাকুরের দর্প, পলাইত কাল সর্প,
কোন সর্পে ধরিতেন ফণী।
ঠাকুর পানে চাহিয়া, সভয়ে প্রণাম হ'য়ে,
ফিরে দূরে যাইত অমনি।।
কোন ফণী বৃক্ষ 'পরে, ঠাকুর দেখিলে পরে,
বলিতেন রাখালগণেরে।
'এনে দে রে বেত্র শিষ, তোরা অন্তরে থাকিস্,
আমি আনি ঐ ফণী ধরে'।।
শিষ অগ্র ফিরাইয়া, তা'তে এক গ্রন্থি দিয়া,
ফাঁসী বানাইয়া ধরে ফণী।
ফণী টানিয়া আনিয়া, গোষ্ঠের মাঝারে গিয়া,
ছেড়ে দিয়া খেলিত অমনি।।
গাইত পদ্মপুরাণ, মনসা ভাসান গান,
বেহুলার করুণ কাহিনী।
রাখালে দিতেন বলি, 'আমি সাপ লয়ে খেলি
তোরা নাচ দিয়া হরিধ্বনি'।।
হরিচাঁদের শ্রীঅঙ্গ, হেরিয়া কাল ভুজঙ্গ,
আর শুনি মনসার গান।
সর্পের চক্ষের জল, বহি যায় ছল ছল,
রাখালেরা হেরে হতজ্ঞান।।
দেখে রাখালেরা বলে, 'সাপুড়ে মন্ত্র' শিখিলে,
কহ হরি, কাহার নিকটে?
ঠাকুর কহিল সর্ব্বে, 'ওরা যথা ছিল পূর্ব্বে,
ভ্রমণ করেছি তার তটে।
ওরা বড় ছিল খল, আমি দিনু প্রতিফল,
কাত্যায়নী নাম মন্ত্রগুণে।
দমন করেছি কালী, সেই হ'তে চিরকালই,
দেখে চিনে নাম শুনে মানে"।।
নাটু আর বিশ্বনাথ, থাকিত ঠাকুর সাথ,
হরিচাঁদ প্রেমে বড় আর্ত্তি।
যেখানে যেখানে যেত, সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইত,
কার্য্য করে আজ্ঞা অনুবর্ত্তী।।
লইয়া রাখালগণ, করে গোষ্ঠে গোচারণ,
কভু বসে বৃক্ষের ছায়ায়।
আপনি হইয়া রাজা, খেলিতেন রাজা প্রজা,
এদিকে গোধন তৃণ খায়।।
যেই ভাব বৃন্দাবনে, খেলিতেন গোবর্দ্ধনে,
সেইভাবে এবে গোপালক।
হরিচাঁদ কৃপালেশে, পাগলচাঁদের আদেশে,
হরিলীলা রচিল তারক।।

রাখাল রাজের কুসুম সজ্জা

পৌগণ্ড সময় করিতেন গোষ্ঠলীলা।
প্রথম কৈশোরে করিতেন সেই খেলা।।
রাখাল সঙ্গেতে করিতেন গোচারণ।
নতুন মাধুর্য্য খেলা খেলিত তখন।।
গোপাল রাখিতে হ'ত গোপাল আবেশ।
গোপালক সঙ্গে হ'ত গোপালের বেশ।।
খেলিতে খেলিতে সঙ্গীগণ সমিভ্যরে।
যাইতেন রত্নডাঙ্গা বিলের ভিতরে।।